



146212 - মাসকিরে কারণে কোন নারী আশুরার রোযা রাখতে না পারলে তিনি কিসে রোযা কাযা পালন করবেন?

প্রশ্ন

মুহররম মাসের ৯, ১০ ও ১১ তারিখে কোন নারী যদি মাসকিগ্রস্ত থাকেন তাহলে তিনি পবিত্রতার গোসলের পর এ রোযাগুলো কি রাখতে পারবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি আশুরার রোযা যথাসময়ে রাখতে পারেননি তিনি এ রোযাগুলোর কাযা পালন করবেন না। কোননা এ রোযা কাযা পালনের বিষয়টি সাব্যস্ত নহে। এবং যেহেতু এ রোযা রাখার প্রতদিন ১০ ই মুহররম রোযা রাখার সাথে সম্পৃক্ত; সে তারিখ তা পার হয়ে গেছে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

আশুরার দিনে যে নারী হায়যেগ্রস্ত ছিলেন তিনি কি আশুরার রোযাটি পরে কাযা পালন করবেন? কোন নফল আমলের কাযা পালন করা যাবে; আর কোন নফল আমলের কাযা পালন করা যাবে না — এ বিষয়ক কোন নীতমিলা আছে কি? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দিন।

জবাবে তিনি বলেন: নফল আমল দুই প্রকার: বশিষে কোন কারণ কনুদ্রকি নফল আমল। কোন কারণ বহীন নফল আমল। সুতরাং যে নফল আমলগুলো বশিষে কোন কারণের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোর কারণ শেষ হয়ে গেলে আমলটির বধিানও শেষ হয়ে যাবে; আমলটি আর কাযা করা যাবে না। যমেন- তাহয়িয়াতুল মাসজদিরে নামায। কোন লোক মসজদিতে ঢুকে যদি বসে পড়ে এবং দীর্ঘ সময় চলে যায় এরপর তাহয়িয়াতুল মসজদিরে নামায পড়তে চায় ঐ নামায আর 'তাহয়িয়াতুল মসজদি' হবে না। কারণ তাহয়িয়াতুল মসজদিরে নামায বশিষে কারণকনুদ্রকি ও নরিদম্বিট কারণের সাথে সম্পৃক্ত। সে কারণটি যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সে আমলের বধিান আর অটুট থাকে না। যমেন- অগ্রগণ্য মতে, আরাফার দিন ও আশুরার দিনের রোযা। কটে যদি কোন ওজর ছাড়া আরাফার রোযা কিংবা আশুরার রোযা সময়মত না রাখেন কোন সন্দেহ নহে যে, সে ব্যক্তি এ রোযাটি আর কাযা পালন করতে পারবে না। কাযা পালন করলেও সে উপকার পাবে না। অর্থাৎ এটি যে, আরাফার দিনের রোযা বা আশুরার দিনের রোযা সে উপকার সে পাবে না। আর যদি ব্যক্তির কোন ওজর থাকে যমেন- হায়যে বা নফিসগ্রস্ত নারী, অসুস্থ



ব্যক্তি; অগ্রগণ্য মতে, এরাও এ রোযার কাযা পালন করতে পারবে না। কারণ এ রোযাটি বিশেষে একটি দিনের সাথে খাস; সেই দিনটি অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রোযা রাখার বধিানও শেষ হয়ে গেছে। [শাইখ উছাইমীনের ‘মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন’ (২০/৪৩)]

তবে, যে ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত ছিল যমেন- হয়ে বা নফিসগ্রস্ত নারী, রোগী বা মুসাফরি যদি তার অভ্যাস থাকে যে, সে এ দিনটির রোযা রাখে কিংবা তার ঐ দিনটির রোযা রাখার নয়িত ছিল তাহলে সে তার নয়িতের ভিত্তিতে সওয়াব পাবে। দলিল হচ্ছে সহহি বুখারীতে (২৯৯৬) আবু মুসা আল-আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন বান্দা যদি অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি মুকীম ও সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করত ঐ আমলগুলোর সওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে।”

ইবনে হাজার বলনে: তাঁর কথা: “সে ব্যক্তি মুকীম ও সুস্থ থাকা অবস্থায় যে আমলগুলো করত ঐ আমলগুলোর সওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে” এ কথা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিকে আমল করত; সটো থেকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তার নয়িত হচ্ছে- যদি এ প্রতিবন্ধকতা না থাকত তাহলে সে ব্যক্তি আমলের উপর অব্যাহত থাকত।” [সমাপ্ত; ফাতহুল বারী]

আল্লাহই ভাল জাননে